বাংলাদেশের উপদেষ্টা পরিষদ কার উপদেশে চলেন?
মুহাম্মদ ইউনুছ

বাংলাদেশের উপদেষ্টা পরিষদ কার উপদেশে চলেন এবং কাদের স্বার্থে কাজ করেন? এই প্রশ্ন শুধু আমার নয় দেশ-বিদেশের অনেকরই। বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়েই কথা আছে। কথা আছে উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ নিয়েও। এই কথা ঠিক যে বাংলাদেশে ২২ জানুয়ারী ২০০৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে আওয়ামী জোটের কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতির অজুহাতে ড: ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত আন্দোলনে আওয়ামী লীগের কতটুকু লাভ হয়েছে আর ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনা কতটুকু উপকৃত হয়েছেন তা আগামী ইতিহাসই বলে দিবে। তবে আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পির মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা বিদেশী দালালরা যে কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন তা ইতোমধ্যে ফুটে উঠেছে। বিশেষত ভারত যে তাদের ষোল আনা স্বার্থ আদায়ের স্বার্থে অনির্বাচিত একটি সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চায় ইতোমধ্যে তাও স্পষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের কতিপয় রাজনীতিবিদ ও কথিত সুশীল সমাজের মধ্যে বিদেশী যেসব চর রয়েছেন তারা দূর্নীতির মামলা থেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে কিছুটা নিরাপদ থাকলেও জরুরী আইন উঠে গেলে তাদের নিরাপদ স্থান যে " বিদেশ পলায়ণ" হবে তা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। তারা বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক শক্তির কৃপা দৃষ্টিতে থাকলেও জনগনের রোষানলে রয়েছেন। এই সত্য ও বাস্তবতা ইতোমধ্যে তাঁদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাওয়ার কথা। তাদের সম্পর্কে আমার করুনা হয় এই কারণে যে , তারা একটি মহলকে খুশী করার জন্য পুরো জাতিকে অখুশী করতেও দ্বিধাবোধ করছেননা। আমি এই ধরনের অনুচর রাজনীতিবিদদের ছোট বেলা থেকে ঘৃণা করলেও সাইফুর রহমানের মত যাঁরা আছেন তাদের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল। বি.এন.পির কথিত সংস্কারপন্থীদের কান্ডারী হয়ে তিনি যে বিবেক দ্বারা দংশিত হচ্ছেন তা আমি অনুভব করি। তাঁর মত ব্যক্তি " জাতীয় বেঈমান" বলে ভবিষ্যতে পরিচিতি লাভ করবে এই জন্য আমার আফসোস হয়। তবে কিছুটা স্বস্তি বোধ হয় এই কারণে যে, কারা আসল জাতীয়তাবাদী‚ আসল বি.এন.পি তা শুধু বি.এন.পির নেতা-কর্মীদের কাছে নয় আমার মত লাখো মানুষ যারা বিদেশে অবস্থান করেন তাদের কাছেও পরিস্কার। এতে বি.এন.পির মূলধারারই লাভ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন সুবিধাবাধী কথিত সংস্কারপন্থীরা।

বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বি.এন.পি ও খালেদা জিয়ার উপর যে অমানবিক ও অযৌক্তিক আচরণ করা হচ্ছে তা দেখে বি.এন.পি বিরোধীরাও তাদের প্রতি সহানূভূতিশীল হচ্ছে। এই কথা সত্য যে , খালেদা জিয়ার প্রতি অধিকাংশ মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকলেও চারদলীয় জোট ক্ষমতা থাকার সময় তারেক জিয়ার কিছু ভূমিকা তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। তাই অনিয়ম ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ উপহার দেয়ার মুখরোচক শ্লোগান ব্যাক্ত করে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার গঠন হওয়ার পর অনেকেই সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু সরকার যে দুর্নীতি নির্মূলের নামে রাজনীতিবিদ নির্মূল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত তা অল্প সময়ের ব্যবধানেই জনগনের সামনে পরিস্কার হয়ে যায়। তাই সরকারের প্রতি যে সমর্থন ছিল তা অল্প সময়ের ব্যবধানেই হ্রাস পায়। বর্তমান সরকারের কর্মকান্ডে সরকারে শীর্ষ ব্যক্তিরাও যে সন্তুষ্ট নন তাও জাতির সামনে স্পষ্ট। কেননা তাঁরা তো তাঁদের মর্জিমত সরকার পরিচালনা করতে পারছেননা। তাঁদেরকে চলতে হয় অন্যের দিক-নির্দেশনায়; অন্যের আদেশ , নির্দেশ ও উপদেশ মেনেই তাঁদেরকে কাজ করতে হয়। অন্যের দিক-নির্দেশনায় তাঁরা যেই ভাবে সরকার পরিচালনা করছেন এতে যে তাঁদের ভবিষ্যত বিপদজনক এই আভাস ইতোমধ্যে তাঁরা পেয়ে যাওয়ার কথা। কেননা যেসকল পত্রিকা শুরুতে তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল আস্তে আস্তে তারাও ভোল পাল্টাতে শুরু করেছে। যেই শেখ হাসিনা বলেছিল, " তাদের সব কর্মকান্ড বৈধতা দান করবেন"‚ তিনি এখন বলছেন, " আমিও তাদেরকে দেখে নিব"। শেখ হাসিনা বর্তমান সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করার আগেও সচেতন সাধারন মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে আমেরিকা-ভারত‚ বৃটেন তাদের স্বার্থেই বাংলাদেশের কিছু রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করছে। যেমনিভাবে আমেরিকা এক সময় সাদ্দামকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের স্বার্থে এবং আবার নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ইরাক আক্রমন করেছে ও তাকে ফাঁসি দিয়েছে। আমেরিকা পাকিস্তানের পারভেজ মোশারফকে এখনও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে আর মোশারফ আমেরিকাকে খুশী করতে গিয়ে দেশের সিংগভাগ জনতার যে বিরাগভাজন হয়েছে তা অতি সম্প্রতি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফলে ফুটে উঠেছে।

শেখ হাসিনার কাছে এখন নিশ্চয়ই পরিস্কার হয়ে যাওয়ার কথা, তাকে ভূল শলা-পরামর্শ যারা দিয়েছেন তারা বর্তমানে লাভ-বান হলেও শেখ হাসিনার কোন লাভ হয়নি। ভবিষ্যতে " বিদেশীমহলটির" সব অপশন এর শেষ অপশন

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

হিসাবে আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর চুক্তি করলেও তা কতটুকু কার্যকর হবে এবং এতে হাসিনা কতটুকু লাভবান হবেন তা ইতিহাসই বলে দিবে। তবে সাধারন মানুষের সাথে কথা বললে বুঝা যায় বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার ও তাদের দোসরদের প্রতি জনগনের মারাত্মক ক্ষোভ রয়েছে। সরকার জনগনের ক্ষেভ প্রশমন করার পরিবর্তে মাঝে মধ্যে ক্ষোভে তুষের আগুণ ঢালছে। এরফলে যে কোন সময় আগুণের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে। আর দেশের জনগন একবার ফুঁসকে উঠলে তার ইতি কি হবে তা রাজনীতি সচেতন সকলের কাছে পরিষ্কার।

আমি মনে করি সরকার অহেতুক দুই নেত্রীকে মাইনাস করার জন্য সময় অপচয় করেছে এবং নিজেদের নিরাপদ প্রস্থান কঠিন করে তুলছে। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার প্রতি যে, তাদের দলের প্রায় সকল নেতা-কর্মীর নিংশর্ত সমর্থন রয়েছে তা পরিষ্কার। আর বি.এন.পির কথিত সংস্কার পন্থীদের দ্বিতীয়বার চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশন যে ''মহাভূল করেছে '' সরকার ইচ্ছা করলে তা সংশোধনের এখনও সুযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন হাফিজকে মহাসচিব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে যে অযৌক্তিক কাজ করেছে তা তাদের কাছেও পরিষ্কার। এই কারণে সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন। এই তথ্য ইতোমধ্যে দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে জেল খানার বাইরে অবস্থানরত বি.এন.পির স্থায়ি কমিটির ৮ সদস্যের মধ্যে ৬ জনই খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাশীল। তাই নির্বাচন কমিশন খন্দকার দেলোয়ারকে মহাসচিব হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে হাফিজের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ''ভূল খেলা '' খেললেন। আর এই ধরনের কাজ করার পণ্ডিত সরকারের নিয়ন্ত্রক মহলের সমর্থন থাকায় তাঁরা নিরাপদ প্রস্থানের একটি সুযোগ হাত ছাড়া করলেন। প্রভাবশালী মহলটি যদি মনে করেন খালেদা- হাসিনাকে মাইনাস করে কথিত সংস্কারপন্থীদেরকে দিয়ে পুতুল সংসদ বানিয়ে মোশারফের মত এক দশক দেশ চালাবেন তাহলে আমি অনুরোধ করব, বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা একটু অধ্যয়ন করার জন্য। বাংলাদেশের মানুষ একবার রাজপথে নামলে যত দমন পীড়নই চলুক না কেন তারা রাজপথ ছাড়েনা। আর যদি দেশের মানুষকে রাজপথে নামিয়ে সেনা-সমর্থিত সরকারের মুখো-মুখি করানোই বিদেশী মহলটির টার্গেট হয় তাহলে আমি উপদেষ্টা পরিষদের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করবো- অনুগ্রহ করে দেশকে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তুলে দিবেননা।

বাংলাদেশের বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ সংবিধানের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক চলার কথা। কিন্তু তাঁদের কর্মকান্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষ বলাবলি করছে, '' উপদেষ্টা পরিষদ কার উপদেশে চলেন''?। উপদেষ্টা পরিষদ নিজেদের দায়িত্বের বাইরেও কাজ করছেন। কেননা সংবিধান অনুযায়ী তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। অথচ তিন মাসের সরকার পনের মাস ক্ষমতা ভোগ করার পর এখনও নির্বাচনী প্রস্তুতি শেষ হয়নি। জনগনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মানুষ বাংলাদেশের গনগন্ত্রেও ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত ও চিন্তিত।

এমতাবস্থায় আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আকুল আবেদন জানাই, আপনি একজন ভদ্র ও বিজ্ঞ মানুষ হিসাবে আমরা জানি। আপনার কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে বিচারপতি হাসান এর নেতৃত্বে কেন তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি? কেন মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি ইয়াজ উদ্দিন আহমদ এর নেতৃত্বাধীন তত্বাবধায়ক সরকার ব্যার্থ হল? আপনার কাছে এটাও পরিষ্কার যে , আপনার নেতৃত্বে তত্বাবধায়ক সরকার গঠন হওয়ার পর দেশের অধিকাংশ জনগন খুশী হয়েছিল এবং আপনার নেতৃত্বাধনি তত্বাবধায়ক সরকার কতটুকু সাংবিধানিক এ নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করলেও আপনি ও আপনার সরকারের কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ করবো, অনুগ্রহ করে দেশের জনগনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন। জনগন এখন আপনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি শুধু অখুশীই নয় বরং দারুন খ্যাপা। অনুগ্রহ করে জনগনকে আর খ্যাপাবেননা। আমি আপনার কাছে কয়েকটি আবেদন জানাই:

১. দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রনে ত্বড়িৎ কার্যকর ব্যবস্থা নিন। গরীব জন-সাধারন যেন খাদ্যাভাবে কষ্ট না পায় তার প্রতি বিশেষ নজর দিন। দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে এই ধরনের কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালায় মা সন্তান বিক্রী করছে এবং বাপ সন্তান হত্যা করে নিজে আত্ম হত্যার চেষ্টার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এমতাবস্থায় দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রন ও গরী জন সাধারনের সাহায্য করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার।
২. দুই নেত্রীকে মাইনাস করার ফর্মুলা সম্পুর্ণ বাদ দিয়ে তাঁদের সাথে সন্মানজনক চুক্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে মুক্তি দিন। দুই নেত্রীসহ রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননের পরিবর্তে '' রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনে'' ভূমিকা রাখুন।
৩. রোডম্যাপ এর ভিতর কালোটাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিন। নির্বাচনে সকল দল যেন অংশ নেয় সেই পরিবেশ নিশ্চিত করুন। মনে রাখবেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় সেনা-সমর্থিত আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বি.এন পরি প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে এরফলে আগামীতে কোন বড় দল বা জোট নির্বাচন বর্জনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে , '' বিদেশী

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ন্ত্রিত সরকারই" ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী হবে। এক্ষেত্রে আপনি ও আপনার উপদেষ্টা পরিষদের করুন পরিণতি হতে পারে।

৪. যারা অতীতে সত্যিই দুর্নীতি করেছে আইনের মাধ্যমে তা প্রমান করুন। দূর্নীতি প্রমানিত হওয়ার আগে ঢালাওভাবে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন করার পথ পরিহার করুন।

৫. আপনাদের দায়িত্ব নয় এমন কাজে জড়িয়ে নিজেদেরকে বিতর্কিত করবেননা। নারী নীতি প্রণয়ন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইত্যাদি ইস্যু তৈরী করে মতলববাজরা কি মতলব হাসিল করতে চায় তা নিশ্চয়ই আপনার কাছে পরিষ্কার। নির্বাচিত সরকার এসে যেই কাজ করার কথা সেই ধরনের কাজে হাত দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করবেননা।

আমি মাননীয় প্রধান সেনাপতির নিকট অনুরোধ করতে চাই, দেশ-বিদেশের জনগন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আপনিই ক্ষমতার মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু আপনি সরকারী চাকুরীজীবি হিসাবে সেনা-প্রধান এর দায়িত্ব পালন করছেন্ এই কারণে আমি আপনার কাছে রাজনৈতিক আবেদন জানানো অনৈতিক ও অযৌক্তিক মনে করছি। তবে মাঝে মধ্যে দেখি আপনি রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করেন; সাংবাদিক সন্মেলণ করেন। অবশ্য আপনি পরিষ্কার করেছেন যে তা করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার অনুমতি নিয়েছেন। তবে জনগন কানাঘুষা করছে যে , প্রধান উপদেষ্টা আপনাকে বাধ্য হয়েই অনুমতি দিয়েছেন । কারণ আপনিই প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতার চালিকা শক্তি।

মাননীয় সেনা-প্রধান! আপনি সেনা-প্রধান হিসাবে আমি আপনাকে সন্মান করি; শ্রদ্ধা করি। কেননা সেনা-বাহিনীই আমাদের জাতীয় গৌরব। আমি সেনা-প্রধান হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করতে চাই:

১. ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ বাংলাদেশে লগি বৈঠার রাজনীতির তান্ডবতা আপনি একাধিকবার স্বীকার করে বলেছেন, " জীবনে পশুকেও এভাবে মারতে দেখিনি" । যদিও তাদের বিচারের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তারপরও এই ধরনের নেতিবাচক রাজনীতির প্রতি আপনি যে অসন্তুষ্ট তার জন্যই আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু বর্তমানে দেশের অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে মানুষ আরও বেশী শংকিত। ২৮শে অক্টোবরের চেয়ে আরও ভয়াবাহ কোন চিত্র দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করে কিনা্ এই চিন্তায় মানুষ অস্থির। এমতাবস্থায় সেনা-বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. যেহেতু বর্তমান সরকার সেনা-সমর্থিত সরকার। তাই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জনগনের ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হলে সেনা-বাহিনী ও জনগণ মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে কিনা এই চিন্তায় সচেতন দেশবাসী অস্থির। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেননা , জনগন ও সেনা-বাহিনীর মধ্যে কোন ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হউক। আপনার কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার, একটি মহল দেশের জনগন ও সেনা-বাহিনীর মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি করে নিজেদের ফায়দা লুটতে চায়। মতলববাজদের মতলব যেন হাসিল না হয় সেক্ষেত্রে আপনার বলিষ্ঠ ভূমিকা দরকার।

৩. আপনি একাধিকবার বলেছেন , ক্ষমতা দখলের আপনার কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু জনগন দেখেছে অতীতে যারা এই ধরনের কথা বেশী বলেছে তারা বেশী দিন ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। আমার মনে হয়, আপনার কাছে এই বাস্তবতা পরিষ্কার যে, ২৮ শে অক্টোবর ০৬ এর পর সামরিক শাসন জারী হলে মানুষ তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহন করত। ১/১১ জানুয়ারী ২০০৭ সেনা-সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বভার গ্রহনের সময় জনগনের মনোভাব যা ছিল বর্তমানে তার উল্টো। বর্তমানে সামরিক আইন জারী করলেও আপনি ব্যক্তিগতভাবে আগেরমত সমর্থন পাবেননা। মরহুম জিয়া উর রহমানের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করার খাহেস থাকলে ২৮শে অক্টোবরের পরপরই ক্ষমতা দখল করা দরকার ছিল। আপনার হিসাবে ভূল হয়েছে। এখন আর ক্ষমতা দখল করলে আগেরমত সমর্থন পাবেননা। আমাদের সেনা-বাহিনীর প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এখনও বিদ্যমান। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, সেনা-প্রধান হিসাবে কারো প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ আর ব্যক্তিগতভাবে কাউকে ভালবাসা এক নয়।

৪. আপনি যদি সত্যিই রাজনীতিতে তৃয় ধারা তৈরী করতে চান তাহলে হাসিনা-খালেদাকে মাইনাস করে ড: ইউনুস, বি চৌধুরী, ড; কামালগংদের মাধ্যমে বা রাজনৈতিক দল ভেংগে নতুন দল সৃষ্টি করে নয় । আপনি সেনা-বাহিনীর সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে নেমে পড়ুন। একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে জনগনের কাছে আপনার কর্মসূচী তুলে ধরুন। জনগন আপনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলে আপনি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারেন।

আমি দুই নেত্রীর প্রতি অনুরোধ করতে চাই:

১. আপনারা দেশের প্রতিষ্ঠিত সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি দলেরই শুধু নেত্রী নন; দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। আমি এই কথা স্বীকার করছি যে, এখনও দেশের অধিকাংশ জনগন আপনাদের দুইজনের সমর্থনে রয়েছে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আপনারা একটু অত্মপর্যালোচনা করুন, অতীতে কার কোন পদক্ষেপের কারণে ১/১১ এর সৃষ্টি হয়েছে। এই কেন্দ্রীক একে অপরকে দোষারোপ না করে নিজের আত্মপর্যালোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচার পরিবর্তনে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির কালচার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের নেতৃত্বাধীন দুইটি দল এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা রাজনৈতিক আদর্শে দুই মেরুতে অবস্থান করলেও একে অপরকে বোনের মত মনে করে দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শখ হাসিনার মুক্তি ও চিকিৎসার ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ জানাই ।

আমি সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানাই, আপনারা দেশকে আর বিভক্ত না করে উন্নয়নের পথে নেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করুন। এই কথা সকলের কাছে পরিষ্কার যে আকাশে কালো-মেঘ দেখা দিলে বৃষ্টির জন্য যারা দুআ করেন তারাও যেমনি কালো ছায়া দেখতে পায়। আর যারা রোদ এর জন্য দুআ করেন তারাও কালো মেঘ এর ছায়া দেখেন। আর দিনের আলো-ঝলমল সকলকেই কিরণ দেয়। এই কথাও আমাদের কাছে পরিষ্কার যে অতি খরার কারণে কেউ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেও বৃষ্টি ছাড়া শুধু কালো-মেঘে আকাশ ছেয়ে থাকলে তা বিপদ সংকেতই দেয়।

Wednesday, April 23, 2008

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com